ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা

এই অন্তিম অধ্যায়ে শ্রীসূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচ্য বিষয়, তার উদ্দেশ্য, কিভাবে তাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করা যায়, সেই উপহারের মহিমা এবং এই গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তনের মহিমা আলোচনার সঙ্গে প্রতিটি *পুরাণের* দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

সমগ্র *পুরাণ* সংকলণে চার লক্ষ শ্লোক রয়েছে, যার মধ্যে *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে আঠারো হাজার শ্লোক। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন যার বর্ণনা জড় বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন করে এবং যা হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের সারাতিসার। যিনি উপহারস্বরূপ এই *শ্রীমদ্ভাগবত* দান করবেন, তিনি পরম পদ লাভ করবেন। সমস্ত *পুরাণের* মধ্যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম এবং তা হচ্ছে বৈষ্ণবদের অতি প্রিয়। এই গ্রন্থ পরমহংসদের অধিগম্য পরম নির্মল জ্ঞান প্রকাশ করে, এবং যে পন্থায় মানুষ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, যা জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তিতে সমৃদ্ধ—এই গ্রন্থ সেই পন্থাকেও ব্যক্ত করে।

এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* গুণকীর্তন করে শ্রীল সূত গোস্বামী পূর্ণ শুদ্ধ, সর্ব কলুষতা মুক্ত, দুঃখ এবং মৃত্যুরহিত পরম ও মূল সত্য ভগবান শ্রীনারায়ণের ধ্যান করলেন। তারপর তিনি পরম সত্য থেকে অভিন্ন শ্রেষ্ঠতম যোগী শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম নিবেদন করেন। সর্বশেষে, যথার্থ ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করে সূত গোস্বামী সর্বদুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **যম্**—যাঁকে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ**—এবং বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুতগণ; **স্তুন্বন্তি**—স্তব করেন; **দিব্যৈঃ**—দিব্য; **স্তবৈঃ**—স্তবের দ্বারা; **বেদৈঃ**—বেদের দ্বারা; **স**—সহ; **অঙ্গ**—শাখা; **পদ-ক্রম**—মন্ত্রের পদগুলির বিশেষ ক্রমিক বিন্যাস; **উপনিষদৈঃ**—এবং উপনিষদের দ্বারা; **গায়ন্তি**—তাঁরা গান করেন; **যম্**—যাঁকে; **সামগাঃ**—সামবেদের কীর্তনকারীগণ; **ধ্যান**—ধ্যান; **অবস্থিত**—অবস্থিত; **তদ্‌গতেন**—কৃষ্ণগত; **মনসা**—মনের দ্বারা; **পশ্যন্তি**—তাঁরা দর্শন করেন; **যম্**—যাঁকে; **যোগিনঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগিগণ; **যস্য**—যাঁর; **অন্তম্**—অন্ত; **ন বিদুঃ**—তাঁরা জানে না; **সুর-অসুর-গণাঃ**—দেবতা ও অসুরগণ; **দেবায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম।

অনুবাদ

যাঁকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুতগণ দিব্য স্তুতির মাধ্যমে এবং উপনিষদ, পদক্রম ও বেদাঙ্গ সহ বেদধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে স্তব নিবেদন করেন, সামবেদের কীর্তনকারীগণ যাঁর সম্বন্ধে কীর্তন করেন, সিদ্ধযোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, দেবতা এবং অসুরগণ যাঁর অন্ত খুঁজে পান না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি।

শ্লোক ২

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়নান্
নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্ বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥ ২ ॥

পৃষ্ঠে—তাঁর পৃষ্ঠদেশে; **ভ্রাম্যৎ**—ঘূর্ণিত হয়ে; **অমন্দ**—প্রচণ্ড ভারি; **মন্দর-গিরি**—মন্দর পর্বতের; **গ্রাব-অগ্র**—পাথরের অগ্রভাগের দ্বারা; **কণ্ডূয়নাৎ**—চুলকানির দ্বারা; **নিদ্রালোঃ**—যিনি নিদ্রালু হয়েছিলেন; **কমঠ-আকৃতেঃ**—কচ্ছপের রূপে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শ্বাস**—শ্বাস থেকে নির্গত; **অনিলাঃ**—বায়ুপ্রবাহ; **পান্তু**—রক্ষা করুন; **বঃ**—আপনাদের সকলকে; **যৎ**—যাঁর; **সংস্কার**—সংস্কারের; **কলা**—চিহ্ন; **অনুবর্তন-বশাৎ**—অনুবর্তন বশে; **বেলা-নিভেন**—প্রবাহ সদৃশ; **অম্ভসাম্**—জলের; **যাতায়াতম্**—আসা যাওয়া; **অতন্দ্রিতম্**—অবিরাম; **জল-নিধেঃ**—সমুদ্রের; **ন**—করে না; **অদ্য অপি**—আজও; **বিশ্রাম্যতি**—বিশ্রাম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন কূর্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন প্রচণ্ড ভারি ঘূর্ণায়মান মন্দর পর্বতে অবস্থিত পাথরের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর পৃষ্ঠদেশে কণ্ডূয়ন করা হয়েছিল এবং সেই কণ্ডূয়ন ভগবানকে নিদ্রালু করে তুলেছিল। তাঁর সেই নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি যে শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রবাহ যেন আপনাদের সকলকে রক্ষা করেন। সেই সময় থেকে এমন কি আজ পর্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি তাঁর পুণ্যময় গমনাগমনের মাধ্যমে ভগবানের সেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরই অনুবর্তন করে চলেছেন।

তাৎপর্য

মাঝে মাঝে আমরা ফুৎকার দিয়ে চুলকানির অনুভূতিকে উপশম করে থাকি। অনুরূপভাবে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের শ্বাসপ্রশ্বাস মানসিক জল্পনাকল্পনাকারীদের মনের চুলকানি এবং ইন্দ্রিয়ভোগে লিপ্ত বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের চুলকানি উপশম করতে পারে। এইভাবে ভগবান কূর্মদেবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস থেকে উৎপন্ন বায়ু প্রবাহের ধ্যান করে সমস্ত প্রকার বদ্ধ জীবেরা তাদের জড় অস্তিত্বের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে। মানুষকে অবশ্যই এই সুযোগ দিতে হবে যে ভগবান শ্রীকূর্মদেবের লীলাকথা যেন তাঁদের হৃদয়ে অনুকূল বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি করে, তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই পারমার্থিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ৩

পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিমস্য বাচ্যপ্রয়োজনে ।
দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেশ্চ নিবোধত ॥ ৩ ॥

পুরাণ—পুরাণ সমূহের; **সংখ্যা**—(শ্লোক) সংখ্যা; **সম্ভূতিম্**—সমষ্টি; **অস্য**—এই ভাগবতের; **বাচ্য**—আলোচ্য বিষয়; **প্রয়োজনে**—উদ্দেশ্য; **দানম্**—দান করার উপায়; **দানস্য**—সেই রকম দানের; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **পাঠ-আদেঃ**—পাঠাদি; **চ**—এবং; **নিবোধতঃ**—অনুগ্রহপূর্বক শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

এখন অনুগ্রহপূর্বক প্রতিটি পুরাণের শ্লোক সংখ্যার সমষ্টি সম্পর্কে শ্রবণ করুন। তারপর এই ভাগবত পুরাণের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য, এটি দান করার যথার্থ পন্থা, সেই দানের মহিমা, এবং অবশেষে এই গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তনের মহিমা সম্পর্কে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে ঠিক যেমন রাজার গুণকীর্তন প্রসঙ্গে তাঁর পার্ষদ সহযোগিদের নাম উল্লেখ করা হয়, তেমনি গ্রন্থরাজ *ভাগবতের* গুণকীর্তন প্রসঙ্গে এখন অন্যান্য *পুরাণেরও* উল্লেখ করা হবে।

শ্লোক ৪-৯

ব্রাহ্মং দশ সহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতি শৈবকম্ ॥ ৪ ॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ ।
মার্কণ্ডং নব বাহ্নং চ দশপঞ্চ চতুঃশতম্ ॥ ৫ ॥
চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি চ ।
দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু ॥ ৬ ॥
চতুর্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্ ।
স্কান্দং শতং তথা চৈকং বামনং দশ কীর্তিতম্ ॥ ৭ ॥
কৌর্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দশ ।
একোনবিংশৎ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু ॥ ৮ ॥
এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ ।
তত্রাষ্টদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মম্—ব্রহ্মা পুরাণ; **দশ**—দশ; **সহস্রাণি**—হাজার; **পাদ্মম্**—পদ্মপুরাণ; **পঞ্চঊন-ষষ্টি**—ষাট থেকে পাঁচ কম; **চ**—এবং; **শ্রী-বৈষ্ণবম্**—বিষ্ণু পুরাণ; **ত্রয়ঃ-বিংশৎ**—তেইশ; **চতুঃ-বিংশতি**—চব্বিশ; **শৈবকম্**—শিবপুরাণ; **দশ-অষ্টৌ**—আঠারো; **শ্রী-ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **নারদম্**—নারদ পুরাণ; **পঞ্চবিংশতি**—পঁচিশ; **মার্কণ্ডম্**—মার্কণ্ডেয় পুরাণ; **নব**—নয়; **বাহ্নম্**—অগ্নি পুরাণ; **চ**—এবং; **দশ-পঞ্চ-চতুঃ-শতম্**—পনেরো হাজার চার শত; **চতুঃদশ**—চৌদ্দ; **ভবিষ্যম্**—ভবিষ্যপুরাণ; **স্যাৎ**—গঠিত; **তথা**—সংযুক্ত; **পঞ্চ-শতানি**—পাঁচ শত (শ্লোক); **চ**—এবং; **দশ-অষ্টৌ**—আঠারো; **ব্রহ্ম-বৈবর্তম্**—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ; **লৈঙ্গম্**—লিঙ্গপুরাণ; **একাদশ**—একাদশ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তু**—এবং; **চতুঃ-বিংশতি**—চব্বিশ; **বারাহম্**—বরাহ পুরাণ; **একাশীতি-সহস্রকম্**—একাশি হাজার; **স্কান্দম্**—স্কন্দ পুরাণ; **শতম্**—একশত; **তথা**—সংযুক্ত; **চ**—এবং; **একম্**—এক; **বামনম্**—বামন পুরাণ; **দশ**—দশ; **কীর্তিতম্**—কীর্তিত

হয়েছে; **কৌর্মম্**—কূর্মপুরাণ; **সপ্ত-দশ**—সতেরো; **আখ্যাতম্**—বলা হয়; **মাৎস্যম্**—মৎস পুরাণ; **তৎ**—যা; **তু**—এবং; **চতুঃদশ**—চৌদ্দ; **এক-ঊন-বিংশৎ**—উনিশ; **সৌপর্ণম্**—গরুড় পুরাণ; **ব্রহ্মাণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তু**—এবং; **এবম্**—এইভাবে; **পুরাণ**—পুরাণের; **সন্দোহঃ**—সমষ্টি; **চতুঃ-লক্ষঃ**—চার লক্ষ; **উদাহৃতঃ**—বর্ণিত হয়; **তত্র**—সেখানে; **অষ্ট-দশ-সাহস্রম্**—আঠারো হাজার; **শ্রীভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **ইষ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মাপুরাণে দশ হাজার শ্লোক রয়েছে, পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, শ্রীবিষ্ণু পুরাণে তেইশ হাজার; শিব পুরাণে চব্বিশ হাজার এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে। নারদ পুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে পনেরো হাজার চার শত, ভবিষ্যপুরাণে চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার এবং লিঙ্গ পুরাণে এগারো হাজার শ্লোক রয়েছে। বরাহ পুরাণে চব্বিশ হাজার, স্কন্দ পুরাণে একাশি হাজার একশত, বামন পুরাণে দশ হাজার, কূর্মপুরাণে সতেরো হাজার, মৎস্য পুরাণে চৌদ্দ হাজার; গরুড় পুরাণে উনিশ হাজার এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বারো হাজার শ্লোক রয়েছে। এইরূপে সমগ্র পুরাণে সর্ব মোট চার লক্ষ শ্লোক রয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করছি, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী *মৎস্য পুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উল্লেখ করেছেন—

অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ ।
ভারতাখ্যানম্ অখিলম্ চক্রে তদুপবৃংহিতম্ ॥
লক্ষৈণৈকেন তৎ প্রোক্তং বেদার্থ-পরিবৃংহিতম্ ।
বাল্মীকিনাপি যৎ প্রোক্তং রামোপখ্যানমুত্তমম্ ॥
ব্রহ্মণাভিহিতং তচ্চ শতকোটি-প্রবিষ্টরাত ।
আহৃত্য নারদেনৈব বাল্মীকায় পুনঃ পুনঃ ॥
বাল্মীকিনা চ লোকেষু ধর্মকামার্থ-সাধনম্ ।
এবং সপাদাঃ পঞ্চৈতে লক্ষস্তেষু প্রকীর্তিতাঃ ॥

"আঠারোটি *পুরাণ* রচনা করার পর সত্যবতী-সূত শ্রীল ব্যাসদেব সমগ্র *মহাভারত* রচনা করেন, যাতে সমস্ত *পুরাণের* সারাতিসার নিহিত রয়েছে। এতে এক লক্ষেরও বেশি শ্লোক আছে এবং এটি বেদের সমস্ত শিক্ষায় পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে বাল্মিকী কথিত *রামায়ণ* গ্রন্থও রয়েছে যা মুলত ব্রহ্মাজী শতকোটি শ্লোকে বর্ণনা করেছিলেন।

সেই রামায়ণ পরবর্তী কালে শ্রীনারদমুনি সংক্ষিপ্ত করে ঋষি বাল্মিকীর কাছে বর্ণনা করেছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে মানব জাতির কাছে এই গ্রন্থটি উপস্থাপিত করেছিলেন, যাতে মানুষ ধর্ম, অর্থ এবং কামরূপ পুরুষার্থ লাভ করতে সমর্থ হয়। মানব সমাজে সমগ্র *পুরাণ* এবং ইতিহাসের সর্বমোট শ্লোক সংখ্যা ৫২৫,০০০ বলে জানা যায়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেন যে এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, শ্রীল সূত গোস্বামী অবতার তালিকা বলার পর, *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্* এই বিশেষ কথাটি যোগ করেন, যার অর্থ হচ্ছে "কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান," অনুরূপভাবে, সমস্ত *পুরাণের* নাম উল্লেখ করার পর, *শ্রীমদ্ভাগবতই* যে সমস্ত *পুরাণের* মধ্যে প্রধান, তা জোর দিয়ে বুঝাবার জন্য শ্রীল সূত গোস্বামী পুনরায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* নাম উল্লেখ করেন।

শ্লোক ১০

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥ ১০ ॥

ইদম্—এই; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **পূর্বম্**—প্রথমে; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মার কাছে; **নাভি-পঙ্কজে**—নাভি থেকে জাত পদ্মের উপর; **স্থিতায়**—যিনি স্থিত ছিলেন; **ভব**—জড় সংসার; **ভীতায়**—যিনি ভীত ছিলেন; **কারুণ্যাৎ**—করুণাবশত; **সম্প্রকাশিতম্**—পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মার কাছেই পরমেশ্বর ভগবান এই শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা জড় সংসারের ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের নাভি সঞ্জাত পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *পূর্বম্* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মাকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান দান করে উদ্ভাসিত করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকেও বলা হয়েছে যে *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে*—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে অভ্রান্ত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান সঞ্চার করেছিলেন।" বদ্ধজীব যেহেতু শুধু ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের অভিজ্ঞতাই লাভ করতে পারে, যে সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় রয়েছে, তাই তারা খুব সহজে বুঝতে পারে না যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে পরমসত্য থেকে অভিন্ন এক সনাতন দিব্য গ্রন্থ।

মুণ্ডক উপনিষদে (১/১/১) যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা ।
স ব্রহ্ম-বিদ্যাং সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্
অথর্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ ॥

"সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাই প্রথম উদ্ভূত হয়েছিলেন। তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তাও বটে। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে সমস্ত বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ করেছিলেন।" মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা ভগবানের মায়াশক্তিকে ভয় পান। এইরূপে এই শক্তিকে বস্তুতপক্ষে দুরতিক্রম্য বলেই মনে হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এতই কৃপালু যে পূর্ব এবং দক্ষিণভারতে প্রচারের সময় তিনি সকলকে *ভগবদ্গীতার* গুরু হওয়ার প্রেরণা দিয়ে মুক্তভাবে প্রত্যেকের কাছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকেই এই কথা বলে উৎসাহ দিয়েছেন—আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে শুধু কৃষ্ণ বিষয়ক উপদেশ দান কর এবং এই দেশকে রক্ষা কর। আমি নিশ্চয়তা দান করছি যে মায়ার তরঙ্গ কখনই তোমার প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে পারবে না।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১২৮)

আমরা যদি সমস্ত প্রকার পাপকর্ম বর্জন করে অবিরাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের সেবায় নিযুক্ত হই, তাহলে আমাদের ব্যক্তিজীবনে এবং প্রচার প্রচেষ্টাতেও বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ১১-১২

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্ ।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্ ॥ ১১ ॥
সর্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্ ।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥ ১২ ॥

আদি—শুরুতে; **মধ্য**—মধ্য; **অবসানেষু**—অন্তে; **বৈরাগ্য**—জড় বিষয়ে বৈরাগ্য সম্পর্কিত; **আখ্যান**—বর্ণনা সহ; **সংযুতম্**—পূর্ণ; **হরি-লীলা**—ভগবান শ্রীহরির লীলা কথা; **কথা-ব্রাত**—বহু আলোচনার; **অমৃত**—অমৃতের দ্বারা; **আনন্দিত**—আনন্দিত; **সৎ-সুরম্**—সাধু ভক্ত এবং দেবতাগণ; **সর্ব-বেদান্ত**—সমস্ত বেদান্তের; **সারম্**—সার; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **আত্ম-একত্ব**—আত্মা থেকে অভিন্ন; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **বস্তু**—বাস্তব; **অদ্বিতীয়ম্**—অদ্বিতীয়; **তৎ-নিষ্ঠম্**—তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে; **কৈবল্য**—কেবলা ভক্তিসেবা; **এক**—একমাত্র; **প্রয়োজনম্**—পরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সেই সমস্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ যা মানুষকে জড় জীবনে বৈরাগ্য লাভে উৎসাহিত করে এবং সেখানে বর্ণিত ভগবান শ্রীহরির অমৃতময় দিব্য লীলাসমূহ সাধু ভক্ত এবং দেবতাদের দিব্য আনন্দ দান করে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের সারাতিসার, কেননা এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরম সত্য যা একই সঙ্গে চিন্ময় আত্মা থেকে অভিন্ন, পরম বাস্তব এবং অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরম সত্যের প্রতি কেবলা ভক্তিমূলক সেবা লাভ করা।

তাৎপর্য

বৈরাগ্য কথাটির অর্থ হচ্ছে যা কিছুর সঙ্গে পরম সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই, সে সবই ত্যাগ করা। সন্ত ভক্ত এবং দেবতাগণ ভগবানের চিন্ময় লীলা কথার অমৃতে উদ্বুদ্ধ হন, যা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। জড় বিষয়ের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের কথা গুরুত্ব সহকারে এবং বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান জড় বিষয়ের পরম বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। পরম লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তব বস্তু যা হচ্ছে অদ্বিতীয়। সেই অনুপম পরম সত্য হচ্ছেন এক দিব্য পুরুষ যিনি এই বিবর্ণ জড় জগতে দৃশ্য সমস্ত ব্যক্তিত্ব লক্ষণের এবং জড় বিষয়ের উর্ধ্বে। এইরূপে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরম লক্ষ্য হচ্ছে এর আন্তরিক পাঠকদের ভগবৎ-প্রেমের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সনাতন দিব্য গুণাবলীর জন্য পরম প্রেমাস্পদ ব্যক্তি। এই জগতের সৌন্দর্য হচ্ছে ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্যের এক নিষ্প্রভ প্রতিফলন মাত্র। কোনও রকম আপোষ মীমাংসা না করে *শ্রীমদ্ভাগবত* অবিরাম সেই পরম সত্যের মহিমা ঘোষণা করে এবং তাই এটি হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণ আস্বাদন প্রদানকারী এক পরম চিন্ময় গ্রন্থ।

শ্লোক ১৩

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্ ।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

প্রৌষ্ঠপদ্যাম্—ভাদ্রমাসে; **পৌর্ণমাস্যাম্**—পূর্ণিমায়; **হেম-সিংহ**—স্বর্ণ-সিংহাসনে; **সমন্বিতম্**—স্থাপিত; **দদাতি**—দান করেন; **যঃ**—যিনি; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **সঃ**—তিনি; **যাতি**—গমন করেন; **পরমাম্**—পরম; **গতিম্**—গন্তব্য।

অনুবাদ

কোনও মানুষ যদি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন করে দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য এই *শ্রীমদ্ভাগবতকে* স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন করা, কেননা এটি হচ্ছে সমস্ত গ্রন্থের রাজা। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই গ্রন্থরাজের সঙ্গে তুলনীয় সূর্যদেব সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন এবং তখন তাঁকে দেখতে এমন মনে হয় যে তিনি যেন রাজ সিংহাসনে উন্নীত হয়েছেন। (জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে সূর্যকে তখন সিংহ রাশির মহিমান্বিত পদে উন্নীত বলে বর্ণনা করা হয়)। এইরূপে মানুষ অকপটভাবে এই পরম দিব্য গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপাসনা করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে ।
যাবদ্ ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্ ॥ ১৪ ॥

রাজন্তে—তাঁরা জ্যোতি বিকীরণ করে; **তাবৎ**—ততদিন পর্যন্ত; **অন্যানি**—অন্য সকল; **পুরাণানি**—পুরাণসমূহ; **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **গণে**—সভায়; **যাবৎ**—যতদিন পর্যন্ত; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শ্রূয়তে**—শ্রুত হয়; **অমৃত-সাগরম্**—অমৃতের মহাসাগর।

অনুবাদ

অন্যান্য পুরাণগুলি সাধু ভক্তদের সভায় ততদিনই দীপ্তি বিকীরণ করে যতদিন পর্যন্ত অমৃতের মহাসাগর এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুত না হয়।

তাৎপর্য

অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থরাজি এবং পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ ততদিনই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে যতদিন পর্যন্ত এই *শ্রীমদ্ভাগবত* যথাযথরূপে শ্রুত এবং উপলব্ধ না হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে অমৃতের মহাসাগর এবং পরম গ্রন্থ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সশ্রদ্ধ শ্রবণ, কীর্তন এবং বিতরণ জগতকে পবিত্র করবে এবং অন্যান্য অধস্তন গ্রন্থাবলীকে তখন নিকৃষ্ট স্তরের এবং বিবর্ণ বলে মনে হবে।

শ্লোক ১৫

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥

সর্ববেদান্ত—সমস্ত বেদান্ত দর্শনের; **সারম্**—সার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **শ্রীভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **ইষ্যতে**—বলা হয়; **তৎ**—তাঁর; **রস-অমৃত**—রসামৃতে; **তৃপ্তস্য**—যিনি পরিতৃপ্ত; **ন**—না; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **স্যাৎ**—থাকে; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না।

শ্লোক ১৬

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা ।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ ১৬ ॥

নিম্নগানাম্—নিম্নগামী নদীদের মধ্যে; যথা—যেমন; গঙ্গা—গঙ্গানদী; দেবানাম্—সমস্ত আরাধ্যদেবের মধ্যে; অচ্যুতঃ—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; যথা—যেমন; বৈষ্ণবানাম্—বিষ্ণুভক্তদের মধ্যে; যথা—যেমন; শম্ভুঃ—শিব; পুরাণানাম্—পুরাণসমূহের মধ্যে; ইদম্—এই; তথা—সেইরকম।

অনুবাদ

ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

শ্লোক ১৭

ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা ।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥ ১৭ ॥

ক্ষেত্রাণাম্—পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রের মধ্যে; চ—এবং; এব—বস্তুতপক্ষে; সর্বেষাম্—সকলের; যথা—যেমন; কাশী—বারাণসী; হি—বস্তুতপক্ষে; অনুত্তমা—শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রান্ত; তথা—সেইরকম; পুরাণ-ব্রাতানাম্—সমস্ত পুরাণের মধ্যে; শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীমদ্ভাগবত; দ্বিজাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রান্ত, ঠিক তেমনি সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।

শ্লোক ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।

তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীমদ্ভাগবত; **পুরাণম্**—পুরাণ; **অমলম্**—অমল; **যৎ**—যা; **বৈষ্ণবানাম্**—বৈষ্ণবদের; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **যস্মিন্**—যাতে; **পারমহংস্যম্**—সর্বোত্তম পরমহংস ভক্তদের দ্বারা লভ্য; **একম্**—একমাত্র; **অমলম্**—পূর্ণরূপে পবিত্র; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **পরম্**—পরম; **গীয়তে**—গীত হয়; **তত্র**—সেখানে; **জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতম্**—জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সহিত; **নৈষ্কর্ম্যম্**—সমস্ত প্রকার জড় কর্ম থেকে মুক্ত; **আবিষ্কৃতম্**—ব্যক্ত; **তৎ**—তা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **সু-পঠন্**—যথাযথরূপে পাঠ করে; **বিচারণ-পরঃ**—যাঁরা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে আগ্রহী; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **বিমুচ্যেৎ**—পূর্ণরূপে মুক্ত হয়; **নরঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় কেননা এতে পরমহংসদের গ্রাহ্য পরম অমল জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সহিত জড় জগৎ থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। যে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিযুক্ত চিত্তে যথাযথভাবে শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত যেহেতু জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত, তাই এটি অসাধারণ চিন্ময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত এবং তাই এটি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে অতি প্রিয়। *পারমহংস্যম্* কথাটি ইঙ্গিত করে যে এমন কি পূর্ণরূপে মুক্ত আত্মাও *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ এবং বর্ণন করতে আগ্রহী। যাঁরা মুক্তিলাভের চেষ্টা করছেন, তাঁদের কর্তব্য সশ্রদ্ধ চিত্তে ভক্তিসহকারে শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই গ্রন্থের সেবা করা।

শ্লোক ১৯

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা ।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৯ ॥

কস্মৈ—ব্রহ্মাকে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **বিভাসিতঃ**—পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত; **অয়ম্**—এই; **অতুলঃ**—অতুলনীয়; **জ্ঞান**—দিব্যজ্ঞানের; **প্রদীপঃ**—প্রদীপ; **পুরা**—পুরাকালে; **তৎ-রূপেণ**—ব্রহ্মারূপে; **চ**—এবং; **নারদায়**—নারদকে; **মুনয়ে**—মহামুনি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস; **তৎ-রূপিণা**—নারদরূপে; **যোগী-ইন্দ্রায়**—যোগীশ্রেষ্ঠ শুকদেব গোস্বামীকে; **তৎ-আত্মনা**—নারদরূপে; **অথ**—তারপর; **ভগবত-রাতায়**—পরীক্ষিত মহারাজকে; **কারুণ্যতঃ**—করুণাবশতঃ; **তৎ**—তা; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **বিমলম্**—অমল; **বিশোকম্**—দুঃখ শোক থেকে মুক্ত; **অমৃতম্**—অমর; **সত্যম্**—সত্য ভিত্তিক; **পরম্**—পরম; **ধীমহি**—ধ্যান করি।

অনুবাদ

আমি সেই নির্মল বিশুদ্ধ পরম সত্যের ধ্যান করি যিনি মৃত্যু ও দুঃখ, শোক থেকে নির্মুক্ত এবং যিনি আদিতে স্বয়ং এই অতুলনীয় দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ ব্রহ্মার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা নারদমুনিকে বলেছিলেন এবং নারদমুনি তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বলেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থ পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে *সত্যং পরং ধীমহি* 'আমি পরম সত্যের ধ্যান করি'—এবং এখন এই সুবিশাল দিব্য গ্রন্থের উপসংহারে সেই একই কল্যাণময় শব্দগুলি ঝঙ্কৃত হচ্ছে। এই শ্লোকের *তদ্-রূপেন, তদ্-রূপিনা* এবং *তদ্ আত্মনা* কথাগুলি ইঙ্গিত করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মূলত ব্রহ্মাকে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* বলেছিলেন, তারপর তাঁরই প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীনারদমুনি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং অন্যান্য মহান মুনিঋষিদের মাধ্যমে তিনি তা বলে চলেছেন। অন্যভাবে বলা চলে, যখনই কোনও সাধু ভক্ত এই *শ্রীমদ্ভাগবত* উচ্চারণ করেন, তখনই বুঝতে হবে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর শুদ্ধ প্রতিনিধির মাধ্যমে পরম সত্য সম্পর্কে বলছেন। যে কোন মানুষ যদি বিনীতভাবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে এই গ্রন্থ শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি তাঁর জড় বন্ধনকে অতিক্রম করে পরম সত্যকে ধ্যান করার এবং তাঁর সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

শ্লোক ২০

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে ।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে ॥ ২০ ॥

নমঃ—প্রণাম; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—ভগবান

বাসুদেবকে; **সাক্ষিণে**—পরম সাক্ষীকে; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **কস্মৈ**—ব্রহ্মাকে; **ব্যাচচক্ষে**—ব্যাখ্যা করেছিলেন; **মুমুক্ষবে**—মুক্তি লাভে ইচ্ছুক।

অনুবাদ

আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবান সর্বসাক্ষী বাসুদেবকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি, যিনি কৃপাপূর্বক এই তত্ত্ববিজ্ঞান মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২১

যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে ।
সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ ॥ ২১ ॥

যোগী-ইন্দ্রায়—যোগীরাজকে; **নমঃ**—প্রণাম; **তস্মৈ**—তাঁকে; **শুকায়**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে; **ব্রহ্ম-রূপিণে**—যিনি পরম সত্যের মূর্ত প্রকাশ; **সংসার-সর্প**—সংসাররূপ সর্প; **দষ্টম্**—দষ্ট; **যঃ**—যিনি; **বিষ্ণু-রাতম্**—মহারাজ পরীক্ষিত; **অমুমুচৎ**—মুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

আমি সেই যোগীরাজ এবং পরম সত্যের মূর্ত প্রকাশ স্বরূপ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনি সংসার-সর্প-দষ্ট পরীক্ষিত মহারাজকে মুক্তি দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

সূত গোস্বামী এখন তাঁর স্বীয় গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়টি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন যে, ঠিক যেমন অর্জুনকে জড় মোহে আবিষ্ট করা হয়েছিল যাতে করে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* উপদেশ করা যেতে পারে, তেমনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত মুক্ত পুরুষ পরীক্ষিত মহারাজকেও মৃত্যু শাপে অভিশপ্ত করা হয়েছিল যাতে *শ্রীমদ্ভাগবত* কথিত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে পরীক্ষিত মহারাজ হচ্ছেন বিষ্ণুরাত অর্থাৎ ভগবান তাঁকে নিত্যকাল রক্ষা করছেন। শুদ্ধভক্তের করুণাময় স্বভাব এবং তাঁর সঙ্গ লাভের দীপ্তিময় প্রভাব প্রদর্শন করতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে তাঁর তথাকথিত মোহবন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২২

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে ।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো ॥ ২২ ॥

ভবে ভবে—জন্ম জন্মান্তর ধরে; **যথা**—যাতে; **ভক্তিঃ**—ভক্তিমূলক সেবা; **পাদয়োঃ**

—চরণ কমলে; তব—আপনার; জায়তে—জন্মায়; তথা—সেরকম; কুরুষ্ব—অনুগ্রহ করে করুন; দেব-ঈশ—হে দেবেশ; নাথঃ—হে নাথ; ত্বম্—আপনাকে; নঃ—আমাদের; যতঃ—কারণ; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে দেবেশ, হে নাথ, অনুগ্রহপূর্বক জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার চরণকমলে আমাদের শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা করার অধিকার দান করুন।

শ্লোক ২৩

নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥ ২৩ ॥

নাম-সংকীর্তনম্—নাম সংকীর্তন; যস্য—যাঁর; সর্ব-পাপ—সমস্ত পাপ; প্রণাশনম্—যা নাশ করে; প্রণামঃ—প্রণাম; দুঃখ—দুঃখ; শমনঃ—উপশম করে; তম—তাঁকে; নমামি—আমি প্রণাম করি; হরিম্—ভগবান শ্রীহরিকে; পরম্—পরম।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি যাঁর নাম সংকীর্তন সর্বপাপ বিনাশ করে এবং যাঁকে প্রণাম করলে সমস্ত জড় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

এই দ্বাদশ স্কন্ধটি ফ্লোরিডার গেইনসভিলেতে ১৯৮২ সালের ১৮ই জুলাই, রবিবার সমাপ্ত হল।

দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

উপসংহার

আমরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের চরণকমলে আমাদের পরম সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁরই কৃপাতে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীগণকে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর নিত্য পার্ষদগণকে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে এবং পরম দিব্যগ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবতকে* আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমরা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং অন্যান্য মহান বৈষ্ণব আচার্যদের চরণকমল সমীপে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছি এবং ঐ সমস্ত মুক্ত পুরুষদের পবিত্র তাৎপর্যসমূহ সযত্নে অধ্যয়ন করে আমরা বিনীতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি। আমরা আমাদের গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতি তুচ্ছ ভৃত্য এবং তাঁরই কৃপাতে *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থের উপস্থাপনার মাধ্যমে তাঁকে সেবা করার অধিকার আমাদেরকে অর্পণ করা হয়েছিল।